

অভিজ্ঞতা বাকী ৫১টি

৫০. জীবনে প্রথমবার কাউকে সাহায্য করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

প্রথম সাহায্য

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। কলেজে যাওয়ার জন্য আমি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চারদিকে মানুষের ব্যস্ততা। কেউ অফিসে যাচ্ছিল, কেউ বাজারে। কিছুক্ষণ পর একটি বাস এসে থামল। যাত্রীরা দ্রুত বাসে উঠতে শুরু করল। সেই ভিড়ের মধ্যে একজন বৃদ্ধ হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গেলেন। তাঁর হাতে থাকা ব্যাগটি এক পাশে ছিটকে পড়ল। অনেকে তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। দ্রুত তাঁর কাছে গেলাম। তাঁকে ধরে রাস্তার পাশের একটি নিরাপদ জায়গায় বসালাম। বৃদ্ধের কপালে সামান্য আঘাত লেগেছিল। তিনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমি পাশের দোকান থেকে পানি এনে তাঁকে দিলাম। তাঁর ব্যাগটি তুলে পাশে রাখলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি একটু সুস্থ বোধ করলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, তিনি কাছের একটি হাসপাতালে যাবেন। কিন্তু ভিড়ের কারণে বাসে উঠতে পারছিলেন না। আমি তাঁকে একটি বাসে উঠিয়ে দিলাম এবং চালককে বিষয়টি জানালাম। বৃদ্ধ আমার হাত ধরে বললেন, ‘বাবা, তোমার জন্য আজ আমার পথটা সহজ হলো।’ তাঁর কথাগুলো আমার মনে গভীর দাগ কাটল। সেদিন প্রথমবার বুঝলাম, মানুষের পাশে দাঁড়াতে বড় কোনো সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় না। একটু সময়, সামান্য আন্তরিকতা আর মানবিক মন থাকলেই একজন মানুষের কষ্ট অনেকটা কমিয়ে দেওয়া যায়। কলেজে যাওয়ার সময় যে ঘটনাটিকে সামান্য একটি দায়িত্ব মনে হয়েছিল, দিন শেষে সেটিই আমার জীবনের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে রইল।

৫১. দীর্ঘদিন পর শৈশবের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

শৈশবের বন্ধুর সঙ্গে দেখা

শৈশবের দিনগুলো খুব দ্রুত চলে যায়। পড়াশোনা, পরিবার ও জীবনের নানা ব্যস্ততায় অনেক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগও হারিয়ে যায়। আমারও এমন একজন বন্ধু ছিল, যার সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিনগুলো কেটেছে। একই বেঞ্চে বসতাম। একসঙ্গে খেলতাম। স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরতাম। মাধ্যমিকের পর তার পরিবারের সঙ্গে অন্য শহরে চলে যাওয়ার কারণে আমাদের যোগাযোগ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় সাত বছর পর একদিন হঠাৎ শহরের একটি বইয়ের দোকানে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথমে দুজনেই একে অপরকে চিনতে পারিনি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে আমার নাম ধরে ডাকল। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর দুজনেই আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। মনে হলো, এত বছর যেন মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল। আমরা পুরোনো দিনের কথা বলতে শুরু করলাম। স্কুলের মাঠ, টিফিনের সময়, পরীক্ষার আগের ভয়, শিক্ষকদের নানা কথা-সবকিছু একে একে মনে পড়তে লাগল। আমাদের হাসির মধ্যে দোকানের অন্য মানুষগুলোও অবাক হয়ে তাকাচ্ছিল। বন্ধুটি বলল, জীবনের ব্যস্ততায় অনেক কিছু বদলে গেছে, কিন্তু শৈশবের বন্ধুত্বের স্মৃতি বদলায়নি। কথাটি শুনে আমার মনটা ভরে গেল। সেদিন আমরা দীর্ঘ সময় গল্প করলাম এবং আবার যোগাযোগ রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাড়ি ফেরার পথে মনে হলো, মানুষের জীবনে কিছু সম্পর্ক সময়ের দূরত্বে হারিয়ে যায় না। সত্যিকারের বন্ধুত্ব স্মৃতির গভীরে বেঁচে থাকে।

৫২. পরিবারের একটি আনন্দঘন দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

আনন্দের দিন

আমাদের পরিবারে অনেক দিন পর এমন একটি দিন এসেছিল, যেদিন সবাই একসঙ্গে ছিল। আমার বড় ভাইয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যাওয়ার আগে পরিবারের সবাই মিলে একটি দিন আনন্দ করে কাটানোর পরিকল্পনা করল। সকালে মা নানা রকম খাবার তৈরি করলেন। বাবা বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে এলেন। দুপুরের পর আমরা সবাই গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দীর্ঘদিন পর দাদা-দাদির পুরোনো বাড়িতে সবাই একসঙ্গে জড়ো

হলাম। বাড়ির উঠানে পা রাখতেই শৈশবের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে গেল। ভাই-বোনেরা মিলে উঠান পরিষ্কার করলাম। ছোটরা খেলতে শুরু করল। মা ও চাচিরা রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিকেলে আমরা পুকুরের পাশে বসে গল্প করলাম। সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে নেমে যাচ্ছিল। চারপাশে এক ধরনের শান্ত আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যায় সবাই একসঙ্গে খাবার খেলাম। বড় ভাইও সবার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের মধ্যে বিচ্ছেদের কষ্টও অনুভূত হলো। কারণ কয়েক দিনের মধ্যেই সে অনেক দূরে চলে যাবে। মা চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাবা তাকে মন দিয়ে পড়াশোনা করার পরামর্শ দিলেন। ভাইও সবাইকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার প্রতিশ্রুতি দিল। সেদিনের আনন্দে হাসি ছিল, আবার বিদায়ের কষ্টও ছিল। পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে পাওয়ার সেই দিনটি তাই আমার কাছে বিশেষ হয়ে আছে। সেদিন বুঝেছি, পরিবারের আসল আনন্দ বড় কোনো আয়োজনের মধ্যে নয়; প্রিয় মানুষগুলোকে কাছে পাওয়ার মধ্যেই তার গভীরতা।

৫৩. পরিবারের কোনো প্রবীণ সদস্যের কাছ থেকে পাওয়া মূল্যবান শিক্ষার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

দাদুর জীবনের শিক্ষা

আমার দাদু খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তিনি বেশি কথা বলতেন না। তবে যখন কোনো বিষয়ে কথা বলতেন, তখন তাঁর কথাগুলো দীর্ঘদিন মনে থাকত। একবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ায় মনে হচ্ছিল, আমি জীবনে সফল হতে পারব না। দাদু আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, একটি পরীক্ষার ফল মানুষের পুরো জীবন নির্ধারণ করে না। মানুষ ভুল করে। মানুষ ব্যর্থ হয়। আবার সেই মানুষই চেষ্টা করে সফল হয়। তিনি তাঁর জীবনের একটি ঘটনা বললেন। তরুণ বয়সে তিনি একটি চাকরির পরীক্ষায় কয়েকবার ব্যর্থ হয়েছিলেন। তখন তিনি হতাশ হননি। প্রতিবার নিজের ভুল খুঁজে বের করেছেন এবং আবার চেষ্টা করেছেন। পরে তিনি ভালো একটি চাকরি পেয়েছিলেন। দাদু বললেন, ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে বসে থাকলে পথ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিলে নতুন পথ তৈরি হয়। তাঁর কথাগুলো আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে গেল। আমি নিজের ভুলগুলো খুঁজে বের করলাম। নতুন করে পড়াশোনার পরিকল্পনা করলাম। পরের পরীক্ষায় আমার ফল অনেক ভালো হলো। কিন্তু তার চেয়েও বড় অর্জন ছিল অন্য কিছু। আমি বুঝলাম, জীবনের প্রতিটি ফলাফলকে শেষ কথা মনে করা ঠিক নয়। দাদুর সেই ছোট্ট কথোপকথন আমার চিন্তার ধরন বদলে দিয়েছিল। আজও কোনো কাজে ব্যর্থ হলে তাঁর মুখের কথাগুলো মনে পড়ে।

৫৪. নিজের ভুল বুঝতে পারার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

ভুলের উপলব্ধি

আমাদের শ্রেণিতে একটি দলীয় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সবাই মিলে একটি প্রতিবেদন তৈরি করব। দলের সদস্যরা নিজেদের কাজ ভাগ করে নিল। আমি মনে করেছিলাম, আমার অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই অন্যদের পরামর্শ খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। নিজের মতো করে কাজ শেষ করে সবার সামনে বললাম, আমার কাজই যথেষ্ট। কয়েক দিন পর পুরো প্রতিবেদনটি একত্র করা হলো। তখন দেখা গেল, আমার অংশের সঙ্গে অন্য অংশগুলোর বেশ কিছু অসংগতি রয়েছে। আমার ভুলের কারণে পুরো কাজটি আবার করতে হলো। প্রথমে আমি নিজের ভুল স্বীকার করতে চাইছিলাম না। মনে হচ্ছিল, অন্যরাই হয়তো ঠিকভাবে কাজ করেনি। পরে বিষয়টি শান্তভাবে ভেবে দেখলাম। বুঝতে পারলাম, সমস্যা অন্যদের কাজে নয়। আমি তাদের মতামত শুনিনি। দলের কাজকে নিজের কাজ মনে করেছিলাম। পরদিন সবার কাছে নিজের ভুল স্বীকার করলাম। বন্ধুরা আমাকে ক্ষমা করল এবং আবার সবাই মিলে কাজ শুরু করলাম। এবার প্রত্যেকে নিজের মতামত দিল। আমি অন্যদের কথাও মন দিয়ে শুনলাম। নতুন প্রতিবেদনটি আগের চেয়ে অনেক ভালো হলো। সেই ঘটনার পর আমি একটি বিষয় শিখেছি। নিজের মতকে সবসময় সঠিক মনে করা ঠিক নয়। অন্যের মতামত শোনা দুর্বলতার লক্ষণ নয়। বরং ভালো কাজের জন্য সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্মান প্রয়োজন। নিজের ভুল স্বীকার করতে পারার মধ্যেও এক ধরনের সাহস আছে।

৫৫. জীবনে প্রথমবার নিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

প্রথম দায়িত্ব

একবার বাবা-মা দুজনকেই কয়েক দিনের জন্য গ্রামের বাড়িতে যেতে হয়েছিল। বাড়িতে আমার ছোট বোন ও আমি ছিলাম। যাওয়ার আগে বাবা আমাকে বললেন, বাড়ির প্রয়োজনীয় কাজগুলো যেন আমি ঠিকভাবে দেখি। প্রথমবার এত বড় দায়িত্ব পেয়ে আমার মধ্যে আনন্দের পাশাপাশি কিছুটা ভয়ও কাজ করছিল। আগে কখনো একা সংসারের ছোটখাটো বিষয় সামলাতে হয়নি। প্রথম দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বোনের নাশতার ব্যবস্থা করলাম। তারপর বাজারের প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা তৈরি করলাম। মাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে বাজারে গেলাম। ফিরে এসে ঘরের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করলাম। দুপুরে বোনের পড়াশোনার খোঁজ নিলাম। সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। তিনি জানতে চাইলেন, সবকিছু ঠিক আছে কি না। আমি বললাম, সব ঠিক আছে। কিন্তু মনে মনে বুঝলাম, দায়িত্ব নেওয়া কথার চেয়ে অনেক কঠিন। পরের দিন বোন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হলো। প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনে তাকে সময়মতো খাওয়ালাম। রাতে বাবা ফোন করে বোনের কথা জানতে চাইলেন। আমি সব বিস্তারিত বললাম। কয়েক দিন পর বাবা-মা ফিরে এলেন। বাবা আমার কাজের প্রশংসা করলেন। তাঁর মুখের হাসি দেখে আমার ভেতরটা আনন্দে ভরে গেল। সেই কয়েকটি দিন আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। নিজের কাজের পাশাপাশি অন্যের প্রয়োজনের কথাও ভাবতে হয়। দায়িত্ব মানুষকে পরিণত করে। সেই প্রথম আমি নিজের মধ্যে দায়িত্বশীল একজন মানুষকে আবিষ্কার করেছিলাম।

৫৬. হারানো একটি জিনিস ফিরে পাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

হারানো জিনিসের সন্ধান

একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় আমি বুঝতে পারলাম, আমার মানিব্যাগটি নেই। মানিব্যাগে কিছু টাকা, পরিচয়পত্র এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো ব্যাগের অন্য কোনো অংশে রেখেছি। কিন্তু ভালোভাবে খুঁজেও পেলাম না। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বাস থেকে কোথায় কোথায় নেমেছি, সব মনে করার চেষ্টা করলাম। বাসস্ট্যান্ড, চায়ের দোকান এবং কলেজের ফটক-সব জায়গার কথা মনে পড়ল। পরদিন সকালে কলেজে গিয়ে পরিচিতদের জিজ্ঞাসা করলাম। কেউ কিছু জানে না। মনে হলো, আর হয়তো পাওয়া যাবে না। দুপুরের দিকে কলেজের দপ্তর থেকে আমাকে ডাকা হলো। সেখানে গিয়ে দেখি, একজন পরিচিন্তাকর্মী আমার মানিব্যাগটি জমা দিয়েছেন। তিনি কলেজের করিডোরে এটি পেয়েছিলেন। ভেতরের পরিচয়পত্র দেখে আমাকে খুঁজে বের করা হয়েছিল। মানিব্যাগটি হাতে নিয়ে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। টাকা ফিরে পাওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজগুলো ফিরে পাওয়া। আমি সেই ব্যক্তিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি বললেন, অন্যের জিনিস নিজের কাছে রাখা ঠিক নয়। তাঁর কথাটি খুব সাধারণ ছিল। কিন্তু আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। সেদিন বুঝলাম, পৃথিবীতে এখনো অনেক সৎ মানুষ আছেন। একটি হারানো মানিব্যাগ ফিরে পাওয়ার ঘটনা আমার মনে মানুষের সততার প্রতি নতুন বিশ্বাস তৈরি করেছিল।

৫৭. বহুদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

স্বপ্নের বই

ছোটবেলা থেকেই আমার নিজের একটি বইয়ের সংগ্রহ করার ইচ্ছা ছিল। অন্যদের সুন্দর বইয়ের তাক দেখলে আমারও এমন একটি সংগ্রহ গড়ে তোলার স্বপ্ন হতো। কিন্তু পড়াশোনার অন্যান্য খরচের কারণে একসঙ্গে অনেক বই কেনা সম্ভব ছিল না। তাই প্রতি মাসে অল্প অল্প করে টাকা জমাতে শুরু করলাম। কয়েক মাস পর আমার কাছে কিছু টাকা জমল। একদিন ছুটির সকালে বাবা আমাকে নিয়ে বইয়ের দোকানে গেলেন। দোকানে ঢুকেই আমার চোখ আনন্দে ভরে গেল। চারদিকে নানা ধরনের বই। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনী-কী নেই সেখানে! অনেকক্ষণ ধরে বই দেখলাম। শেষে নিজের পছন্দের কয়েকটি বই কিনলাম। বাড়ি ফিরে বইগুলো পরিস্কার করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলাম। মনে হলো,

এতদিনের ছোট্ট স্বপ্নটি সত্যি হলো। এরপর প্রতি মাসে একটি বা দুটি করে বই কিনতে থাকলাম। কয়েক মাসের মধ্যে আমার সংগ্রহে বেশ কিছু বই যোগ হলো। একদিন মা বইগুলো দেখে বললেন, ঘরে বই থাকলে ঘরও যেন একটু আলোকিত হয়ে ওঠে। কথাটি আমার খুব ভালো লাগল। তখন বুঝলাম, বই শুধু পড়ার বস্তু নয়; বই মানুষের চিন্তাকে বড় করে। বহুদিনের সেই ছোট্ট ইচ্ছা পূরণ হয়ে আমার মধ্যে নতুন একটি অভ্যাস তৈরি হলো। আজও নতুন বই হাতে নিলে সেই প্রথম দিনের আনন্দের কথা মনে পড়ে।

৫৮. একজন অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

অচেনা মানুষের সাহায্য

সেদিন আমি একটি নতুন জায়গায় গিয়েছিলাম। জায়গাটি আমার একেবারেই পরিচিত ছিল না। প্রয়োজনীয় ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কয়েকবার বিভিন্ন মানুষের কাছে জানতে চেয়েও সঠিক পথের সন্ধান পেলাম না। সময়ও দ্রুত চলে যাচ্ছিল। এমন সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মধ্যবয়সী মানুষের কাছে ঠিকানাটি জানতে চাইলাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন। এরপর বললেন, জায়গাটি এখান থেকে কিছুটা দূরে। তিনি নিজেও সেই দিকেই যাবেন। আমাকে সঙ্গে যেতে বললেন। আমরা কিছুটা পথ একসঙ্গে হাঁটলাম। পথে তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় রাস্তা বুঝিয়ে দিলেন। একসময় একটি পরিচিত ভবন দেখিয়ে বললেন, এখান থেকে আমার গন্তব্য খুব কাছে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, মানুষের বিপদে মানুষই তো পাশে দাঁড়াবে। কথাটি শুনে আমার মনে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। তিনি আমার পরিচিত ছিলেন না। আমার কাছ থেকে কোনো প্রতিদানও চাননি। তবু সামান্য সময় দিয়ে আমার একটি বড় সমস্যা সহজ করে দিয়েছিলেন। সেই দিন থেকে আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম, সুযোগ পেলে অপরিচিত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যাব। কারণ মানবিকতার জন্য পরিচয় প্রয়োজন হয় না। একটি ছোট সহযোগিতাও মানুষের মনে দীর্ঘদিনের জন্য ভালো লাগা তৈরি করতে পারে।

৫৯. কারও একটি ছোট্ট ভালো কাজ কীভাবে তোমাকে প্রভাবিত করেছিল—তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

ছোট্ট ভালো কাজ

একদিন বিকেলে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় দেখলাম, একজন বৃদ্ধ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে কয়েকটি ভারী ব্যাগ। রাস্তা পার হওয়ার জন্য তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ির সংখ্যা বেশি হওয়ায় তিনি সামনে এগোতে পারছিলেন না। এমন সময় আমার সামনে থাকা এক তরুণ তাঁর কাছে গিয়ে ব্যাগগুলো হাতে নিল। তারপর বৃদ্ধকে ধীরে ধীরে রাস্তা পার করে দিল। রাস্তার ওপারে গিয়ে তরুণটি ব্যাগগুলো আবার বৃদ্ধের হাতে তুলে দিল। বৃদ্ধ তাকে ধন্যবাদ জানালেন। তরুণটি শুধু হাসল এবং নিজের পথে চলে গেল। পুরো ঘটনাটি ঘটতে হয়তো দুই মিনিট সময় লেগেছিল। কিন্তু দৃশ্যটি আমার মনে অনেকক্ষণ রয়ে গেল। আমি ভাবলাম, আমরা প্রতিদিন কত মানুষের পাশ দিয়ে যাই। কত মানুষ ছোট ছোট সমস্যায় পড়ে। একটু সময় দিলে হয়তো তাদের কষ্ট কমানো যায়। সেই দিন বাড়ি ফেরার পথে বাসে একজন বয়স্ক মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি নিজের আসনটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। তিনি বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তাঁর সেই হাসিতে আমি অদ্ভুত আনন্দ পেলাম। সেদিন বুঝলাম, ভালো কাজের জন্য সবসময় বড় কোনো সুযোগের প্রয়োজন হয় না। সামান্য একটি ভালো আচরণও অন্য মানুষের মনে পরিবর্তনের বীজ বুনতে পারে। একজন অপরিচিত মানুষের ছোট্ট কাজ আমাকে নিজের আচরণ নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল। সেই শিক্ষা আজও আমার সঙ্গে আছে।

৬০. কলেজের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

যুক্তির মঞ্চে

কলেজে ভর্তি হওয়ার কয়েক মাস পর আমাদের আন্তঃশ্রেণি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। বিজ্ঞপ্তিটি দেখে আমার খুব আগ্রহ হলো। কিন্তু কখনো মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিতর্ক করিনি বলে কিছুটা দ্বিধায় ছিলাম। আমাদের বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষক আমাকে অংশ নিতে উৎসাহ দিলেন। তাঁর পরামর্শে প্রস্তুতি শুরু করলাম। বই ও পত্রিকা পড়ে বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলাম। কয়েক দিন ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেওয়ার অনুশীলন করলাম। প্রতিযোগিতার দিন মিলনায়তনে পৌঁছে দেখি, অনেক শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়েছে। মঞ্চের সামনে বসে আমার বুক ধুকপুক করতে লাগল। আমাদের দলের নাম ঘোষণা হওয়ার পর মঞ্চে উঠলাম। প্রথম কয়েকটি বাক্য বলতে গিয়ে কণ্ঠ কিছুটা কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। প্রতিপক্ষের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলাম। তারপর তাদের যুক্তির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দেখে আমার সাহস আরও বেড়ে গেল। নির্ধারিত সময় শেষে আমরা মঞ্চ থেকে নেমে এলাম। ফল ঘোষণার সময় আমাদের দল বিজয়ী হয়েছে শুনে সবাই আনন্দে হাততালি দিল। তবে সেদিনের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল নিজের ভয়কে জয় করা। বুঝলাম, ভালোভাবে প্রস্তুতি নিলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে আসে। সেই বিতর্ক প্রতিযোগিতা আমার কথা বলার দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার অভ্যাস তৈরি করেছিল।

৬১. কলেজের বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

বিজ্ঞানমেলায় নতুন অভিজ্ঞতা

আমাদের কলেজে একবার তিন দিনব্যাপী বিজ্ঞানমেলায় আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের প্রকল্প নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। আমিও কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে একটি প্রকল্প তৈরির সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করলাম, যার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা কাজটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ, নকশা তৈরি এবং বারবার পরীক্ষা করার পর অবশেষে প্রকল্পটি প্রস্তুত হলো। মেলার দিন কলেজ প্রাঙ্গণ অন্যরকম সাজে সেজেছিল। বিভিন্ন স্টলে নানা ধরনের আবিষ্কার ও পরীক্ষামূলক কাজ প্রদর্শিত হচ্ছিল। আমাদের স্টলের সামনে অনেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এসে দাঁড়ালেন। আমরা কীভাবে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা যায়, তা সবাইকে বুঝিয়ে বললাম। একজন শিক্ষক আমাদের প্রকল্পের কয়েকটি দুর্বল দিক তুলে ধরলেন। আমরা তাঁর পরামর্শ মন দিয়ে শুনলাম। বিচারকদের সামনে প্রকল্পটি উপস্থাপনের সময় কিছুটা ভয় লাগছিল। কিন্তু প্রস্তুতি ভালো থাকায় সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলাম। মেলা শেষে আমাদের প্রকল্পটি পুরস্কার না পেলেও শিক্ষকরা কাজটির প্রশংসা করলেন। বাড়ি ফেরার সময় মনে হচ্ছিল, পুরস্কার পাওয়াই সব নয়। নিজের হাতে কিছু তৈরি করার আনন্দ অনেক বড়। সেই বিজ্ঞানমেলা আমার মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও নতুন কিছু শেখার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৬২. কলেজের দেয়ালপত্রিকা প্রকাশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

দেয়ালপত্রিকার দিন

কলেজে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে একটি দেয়ালপত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। শিক্ষক আমাদের কয়েকজনকে সম্পাদনা ও সাজসজ্জার দায়িত্ব দিলেন। আমি প্রথমবার কোনো দেয়ালপত্রিকার কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলাম। প্রথমে আমরা একটি সুন্দর নাম নির্বাচন করলাম। এরপর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও আঁকা ছবি সংগ্রহ করলাম। অনেক লেখা পাওয়া গেল। সব লেখা একসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তাই শিক্ষক আমাদের বিষয়বস্তু ও ভাষার মান বিবেচনা করে লেখা নির্বাচন করতে বললেন। আমরা কয়েক দিন ধরে কাজ করলাম। কেউ লেখা সাজাল, কেউ ছবি আঁকল, কেউ শিরোনাম লিখল। আমিও কয়েকটি লেখা সম্পাদনার কাজে অংশ নিলাম। প্রকাশের দিন কলেজের একটি দেয়ালে দেয়ালপত্রিকাটি লাগানো হলো। শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে সেটি দেখতে লাগল। নিজেদের লেখা প্রকাশিত হতে দেখে অনেকের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। একজন নতুন শিক্ষার্থী এসে বলল, সে পরের সংখ্যায় লেখা দিতে চায়। কথাটি শুনে আমাদেরও ভালো লাগল। সেদিন বুঝলাম, সৃজনশীল কাজ মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। দেয়ালপত্রিকাটি হয়তো

আকারে ছোট ছিল, কিন্তু তার মাধ্যমে অনেক শিক্ষার্থীর প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা আমাকে লিখতে এবং অন্যের সৃষ্টিশীলতাকে মূল্য দিতে শিখিয়েছে।

৬৩. কোনো শিক্ষকের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ পাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

শিক্ষকের পরামর্শ

একবার একটি পরীক্ষায় আমার ফল আশানুরূপ হয়নি। কয়েকটি বিষয়ে ভালো করলেও একটি বিষয়ে খুব কম নম্বর পেয়েছিলাম। বিষয়টি নিয়ে আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, হয়তো আমি বিষয়টি কখনো ভালোভাবে শিখতে পারব না। আমার শিক্ষক বিষয়টি বুঝতে পেরে একদিন আমাকে আলাদা করে ডাকলেন। তিনি প্রথমে আমার খাতা দেখলেন। তারপর কোথায় কোথায় ভুল করেছি, তা বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, দুর্বলতা লুকিয়ে রাখলে তা দূর হয় না। বরং নিজের দুর্বল জায়গাটি খুঁজে বের করে সেখানে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। তিনি আমার জন্য একটি ছোট পড়ার পরিকল্পনা তৈরি করে দিলেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় বিষয়টি পড়তে বললেন। পাশাপাশি প্রতিদিন কিছু লিখে অনুশীলন করার পরামর্শ দিলেন। আমি তাঁর পরামর্শ অনুসরণ করতে শুরু করলাম। প্রথম কয়েক দিন খুব কঠিন মনে হয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে বিষয়টি সহজ হয়ে গেল। পরবর্তী পরীক্ষায় আমার ফল আগের চেয়ে অনেক ভালো হলো। শিক্ষক আমার খাতা দেখে মৃদু হেসে বললেন, চেষ্টা করলে উন্নতি সম্ভব। তাঁর সেই কথাটি আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে গেল। সেদিন বুঝলাম, একজন ভালো শিক্ষক শুধু পাঠ্যবইয়ের বিষয় শেখান না। তিনি শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেন এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখান। সেই পরামর্শ আমার শিক্ষাজীবনের অন্যতম মূল্যবান অভিজ্ঞতা হয়ে আছে।

৬৪. কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

আনন্দের আয়োজন

আমাদের কলেজে প্রতিবছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেবার আমি প্রথমবার অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলাম। শুরুতে মঞ্চ ওঠার কথা ভেবে কিছুটা ভয় লাগছিল। বন্ধুদের উৎসাহে একটি আবৃত্তির জন্য নাম দিলাম। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে নিয়মিত অনুশীলন করলাম। শিক্ষক আমার উচ্চারণ ও আবৃত্তির ভঙ্গি ঠিক করে দিলেন। অনুষ্ঠানের দিন কলেজ প্রাঙ্গণ সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে পুরো পরিবেশ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল। একে একে গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশিত হতে লাগল। আমার নাম ঘোষণার পর মঞ্চে উঠলাম। প্রথম মুহূর্তে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কিছুটা অস্থিত হয়েছিলাম। তারপর মনে হলো, এতদিনের অনুশীলন নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে আবৃত্তি শুরু করলাম। শেষ করার পর দর্শকদের হাততালি শুনে আমার ভয় দূর হয়ে গেল। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষক আমার অভিনন্দন জানালেন। বন্ধুরাও আমার প্রশংসা করল। সেদিন আমি বুঝলাম, নিজের প্রতিভা প্রকাশের জন্য সুযোগের পাশাপাশি সাহসও প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে অংশ নেওয়ার আগ্রহও তৈরি হয়েছিল।

৬৫. জীবনে প্রথমবার মঞ্চ বক্তব্য দেওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

প্রথম বক্তব্য

কলেজের একটি অনুষ্ঠানে আমাকে স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। খবরটি শুনে আমি আনন্দিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গেলাম। এর আগে কখনো এত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলিনি। শিক্ষক আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে কয়েকবার অনুশীলন করলেই ভয় কেটে যাবে। আমি বক্তব্যটি লিখে কয়েকবার পড়ে দেখলাম। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলার অনুশীলন করলাম। অনুষ্ঠানের দিন মঞ্চের সামনে অনেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বসেছিলেন। আমার নাম ঘোষণা হওয়ার পর ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠলাম। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াতেই বুকের ভেতর

কাঁপুনি শুরু হলো। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে প্রথম বাক্যটি বললাম। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলাম। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বক্তব্য শেষ করলাম। মঞ্চ থেকে নামার পর মনে হলো, এতক্ষণ যে ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেটি আসলে আমার নিজের তৈরি। ভালো প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাস থাকলে মানুষের সামনে কথা বলা সম্ভব। সেই দিনের অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে নতুন সাহস তৈরি করেছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ এলে আর আগের মতো ভয় লাগেনি।

৬৬. কোনো প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে নতুনভাবে চেষ্টা করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

পরাজয়ের পর

ছোটবেলা থেকেই আমি ছবি আঁকতে ভালোবাসতাম। একবার জেলা পর্যায়ে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলাম। অনেক আত্মহ নিয়ে প্রস্তুতি নিলাম। প্রতিযোগিতার দিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছবি আঁকা শেষ করলাম। মনে হয়েছিল, এবার হয়তো ভালো কিছু হবে। কিন্তু ফল প্রকাশের সময় আমার নাম বিজয়ীদের তালিকায় ছিল না। প্রথমে খুব খারাপ লাগল। মনে হলো, এত পরিশ্রম করেও কোনো লাভ হলো না। বাড়ি ফিরে ছবিটি আবার দেখলাম। তখন কয়েকটি দুর্বলতা চোখে পড়ল। বিষয়টি ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। রঙের ব্যবহারেও কিছু ভুল ছিল। পরাজয়ের কারণ খুঁজে পেয়ে আমি আবার অনুশীলন শুরু করলাম। কয়েক মাস ধরে নিয়মিত ছবি আঁকলাম। শিক্ষকের কাছ থেকে পরামর্শ নিলাম। পরের বছর একই প্রতিযোগিতায় আবার অংশ নিলাম। এবারও প্রতিযোগিতা কঠিন ছিল। ফল প্রকাশের সময় আমার নাম তৃতীয় স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হলো। আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। আগের বছরের পরাজয় তখন আর কষ্টের মনে হলো না। বরং সেটিই আমাকে নতুন করে চেষ্টা করার সাহস দিয়েছিল। সেদিন বুঝলাম, পরাজয় সবসময় পথের শেষ নয়। অনেক সময় পরাজয়ই মানুষকে নিজের ভুল বুঝতে এবং আরও ভালোভাবে ফিরে আসতে শেখায়।

৬৭. সহপাঠীকে পড়াশোনায় সহযোগিতা করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

বন্ধুর পাশে

আমার এক সহপাঠী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কয়েক সপ্তাহ কলেজে যেতে পারেনি। ফলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের পড়া তার বাদ পড়ে যায়। পরীক্ষা ঘনিষ্ঠে আসায় সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। একদিন তার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় বিষয়টি জানতে পারলাম। আমি তাকে বললাম, প্রতিদিন কিছু সময় নিয়ে আমরা একসঙ্গে পড়ব। পরদিন তার বাড়িতে গেলাম। প্রথমে আগের পড়াগুলো দেখে নিলাম। তারপর যেসব বিষয় সে বুঝতে পারেনি, সেগুলো সহজভাবে বুঝিয়ে দিলাম। কয়েকটি অধ্যায়ের নোটও তাকে দিলাম। প্রতিদিন বিকেলে কিছু সময় আমরা পড়াশোনা করতাম। ধীরে ধীরে তার ভয় কমে গেল। পরীক্ষার কয়েক দিন আগে সে বলল, এখন আর পরীক্ষাকে ভয় লাগছে না। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সে আগের আশঙ্কার চেয়ে অনেক ভালো ফল করল। সে আমাকে ধন্যবাদ দিতে চাইল। আমি বললাম, বন্ধুর পাশে দাঁড়ানো কোনো বিশেষ কাজ নয়। বরং একে অন্যকে সহযোগিতা করলেই সবাই এগিয়ে যেতে পারে। এই অভিজ্ঞতা আমাকে বুঝিয়েছে, জ্ঞান ভাগ করে নিলে তা কমে না। বরং অন্যকে শেখানোর সময় নিজের জ্ঞানও আরও পরিষ্কার হয়। বন্ধুর সাফল্যে নিজেরও যে আনন্দ হয়, সেই অনুভূতি আমার কাছে খুব মূল্যবান হয়ে আছে।

৬৮. কলেজের গ্রন্থাগারে একটি স্মরণীয় দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

গ্রন্থাগারে একটি দিন

সেদিন কলেজে আমার কোনো অতিরিক্ত ক্লাস ছিল না। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখার জন্য কিছু তথ্য প্রয়োজন ছিল। তাই প্রথমবার দীর্ঘ সময় কলেজের গ্রন্থাগারে বসে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। গ্রন্থাগারে ঢুকতেই চারপাশের নীরব পরিবেশ আমার

ভালো লাগল। সারি সারি তাকজুড়ে নানা ধরনের বই সাজানো ছিল। প্রথমে প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে বের করতে কিছুটা সমস্যা হলো। গ্রন্থাগারিক আমাকে বইয়ের তালিকা দেখে কয়েকটি বই খুঁজে দিলেন। বইগুলো নিয়ে জানালার পাশে একটি টেবিলে বসলাম। বাইরে তখন হালকা বৃষ্টি পড়ছিল। ভেতরে সবাই নীরবে পড়ছিল। বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে কখন যে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল, বুঝতেই পারিনি। প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে রাখার পাশাপাশি আরও কয়েকটি বইয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি হলো। একটি পুরোনো বইয়ে দেশের ইতিহাসের একটি ঘটনা পড়ে এত ভালো লাগল যে বইটি শেষ না করে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। বিকেলের দিকে গ্রন্থাগার বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে এলো। বইগুলো যথাস্থানে রেখে বাইরে বের হলাম। সেদিনের অভিজ্ঞতা আমাকে বুঝিয়েছে, গ্রন্থাগার শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতির জায়গা নয়। এটি জ্ঞান ও চিন্তার একটি বিশাল জগৎ। সেই দিনের পর থেকে অবসর পেলেই গ্রন্থাগারে যাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছে।

৬৯. কোনো শিক্ষামূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

শেখার নতুন দরজা

আমাদের কলেজে একবার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় ছিল সময় ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর পড়াশোনার পদ্ধতি। প্রথমে বিষয়টি খুব সাধারণ মনে হলেও কর্মশালায় গিয়ে আমার ধারণা বদলে গেল। প্রশিক্ষক আমাদের নানা ধরনের কার্যক্রমে অংশ নিতে দিলেন। প্রথমে তিনি জানতে চাইলেন, আমরা প্রতিদিন কীভাবে সময় ব্যয় করি। আমরা নিজেদের অভ্যাসের কথা লিখে দিলাম। এরপর তিনি দেখালেন, অল্প অল্প সময় অপচয় হয়ে কীভাবে দিনের বড় একটি অংশ নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দল ভাগ করে একটি দিনের পড়াশোনার পরিকল্পনা তৈরি করতে দেওয়া হলো। আমরা নিজেদের মতো পরিকল্পনা করলাম। পরে প্রশিক্ষক দেখালেন, কোথায় আমাদের পরিকল্পনায় সমস্যা রয়েছে। তিনি বললেন, শুধু দীর্ঘ সময় পড়লেই ভালো ফল করা যায় না। মনোযোগ দিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কর্মশালার আরেকটি অংশে লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা হলো। সেখানে আমি নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ পেলাম। অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেককে নিজের জন্য একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা তৈরি করতে বলা হলো। বাড়ি ফিরে আমি সেই পরিকল্পনাটি খাতায় লিখে রাখলাম। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ তা অনুসরণ করার চেষ্টা করলাম। আমার পড়াশোনার সময় অনেক বেশি গোছানো হয়ে গেল। সেই কর্মশালার অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, সঠিক পরিকল্পনা মানুষের কাজকে সহজ করে এবং লক্ষ্য অর্জনের পথকে সুস্পষ্ট করে।

৭০. অসুস্থ একজন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

অসুস্থ মানুষের পাশে

একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার পাশে একজন বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁর মুখে ক্লান্তির ছাপ ছিল। কাছে গিয়ে জানতে পারলাম, তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছেন। তাঁর সঙ্গে কেউ ছিল না। তিনি বাড়ির ঠিকানাও স্পষ্টভাবে বলতে পারছিলেন না। বিষয়টি দেখে আমি তাঁর পাশে বসলাম। প্রথমে তাঁকে পানি পান করতে দিলাম। পরে আশপাশের কয়েকজনের সাহায্যে তাঁকে কাছের একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে গেলাম। সেখানে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর তিনি স্বাভাবিক বোধ করলেন। তাঁর পকেটে থাকা একটি কাগজ থেকে পরিবারের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো। কিছু সময় পর তাঁর ছেলে এসে বাবাকে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে বৃদ্ধ আমার হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তাঁর চোখে তখন স্বস্তির ছাপ। আমি কোনো বড় কাজ করেছি বলে মনে হয়নি। একজন অসুস্থ মানুষের বিপদের সময় পাশে দাঁড়ানো আমার কাছে স্বাভাবিক দায়িত্ব মনে হয়েছিল। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে মনে হলো, মানুষের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন সামান্য সহযোগিতাও অনেক বড় হয়ে ওঠে। সেদিনের অভিজ্ঞতা আমাকে মানবিকতার মূল্য নতুন করে বুঝতে শিখিয়েছে।

৭১. বন্যার্ত মানুষের সাহায্যে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

বন্যার্ত মানুষের পাশে

বর্ষার এক সময় আমাদের জেলার কয়েকটি এলাকা ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হলো। বহু মানুষের ঘরবাড়ি পানিতে তলিয়ে গেল। খবরটি শুনে আমাদের কলেজের শিক্ষার্থীরা ত্রাণ সংগ্রহের উদ্যোগ নিল। আমিও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সেই কাজে যোগ দিলাম। প্রথমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাছ থেকে চাল, ডাল, পানি, শুকনো খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করলাম। কয়েক দিন পর ত্রাণসামগ্রী নিয়ে আমরা বন্যাকবলিত এলাকায় গেলাম। নৌকায় করে যখন গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করলাম, তখন চারদিকে শুধু পানি দেখা যাচ্ছিল। অনেক পরিবার ঘরের ছাদ বা উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। শিশুদের মুখে ছিল ভয় ও ক্লান্তির ছাপ। আমরা পরিবারগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করলাম। একজন বৃদ্ধ আমাদের হাত ধরে বললেন, এই বিপদের সময় পাশে দাঁড়ানোর কথা তাঁরা মনে রাখবেন। তাঁর কথায় আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে হলো। ত্রাণ বিতরণ শেষে আমরা কয়েকজন শিশুর সঙ্গে কথা বললাম। তাদের বই-খাতা পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। বাড়ি ফেরার সময় মনে হচ্ছিল, দুর্যোগ মানুষের অনেক কিছু কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু মানুষের সহমর্মিতা তাকে আবার দাঁড়ানোর শক্তি দেয়। সেই দিন আমি বুঝলাম, বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মানবিকতার পরিচয়।

৭২. শীতর্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

শীতের উষ্ণতা

শীতের এক সকালে কলেজের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমরা শীতর্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ নিলাম। কয়েক দিন ধরে পরিচিতজনদের কাছ থেকে কম্বল, চাদর ও গরম পোশাক সংগ্রহ করলাম। আমাদের শিক্ষকও এ কাজে উৎসাহ দিলেন। এক ভোরে আমরা প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে শহরের একটি দরিদ্র এলাকায় গেলাম। তখন কুয়াশায় চারপাশ ঢাকা ছিল। অনেক মানুষ খোলা জায়গায় বসে আগুন পোহাচ্ছিল। তাদের কারও গায়ে ছিল পাতলা পোশাক। আমরা একে একে তাদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিলাম। একজন বৃদ্ধ কম্বলটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, রাতে যেন একটু ভালোভাবে ঘুমাতে পারেন, সেই আশা করছেন। তাঁর কথায় আমাদের চোখ ভিজে উঠল। একটি ছোট্ট শিশুকে একটি গরম পোশাক দেওয়ার পর সে আনন্দে মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসি আমাদের সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে দিল। শীতবস্ত্রের মূল্য হয়তো আমাদের কাছে খুব বেশি ছিল না। কিন্তু যাদের প্রয়োজন ছিল, তাদের কাছে সেটিই হয়ে উঠেছিল উষ্ণতার আশ্রয়। সেদিন বুঝলাম, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আনন্দের সঙ্গে অন্য কোনো আনন্দের তুলনা হয় না। শীতের সেই সকাল আমার মনে মানবিকতার উষ্ণ স্মৃতি হয়ে আছে।

৭৩. স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে একটি দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

স্বেচ্ছাসেবীর এক দিন

কলেজের পক্ষ থেকে একটি সামাজিক কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল এলাকার মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। সকালে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছানোর পর আমাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হলো। একটি দল মানুষের সঙ্গে কথা বলছিল। আরেকটি দল পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশ নিচ্ছিল। আমি দ্বিতীয় দলের সঙ্গে কাজ করলাম। আমরা রাস্তার পাশে জমে থাকা আবর্জনা সরালাম এবং মানুষকে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার বিষয়ে সচেতন করলাম। প্রথমে কাজটি কিছুটা কঠিন মনে হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর এলাকার কয়েকজন মানুষও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। একজন দোকানদার নিজের দোকানের সামনে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করলেন। একটি শিশু তার মাকে বলল, এখন থেকে সে ময়লা রাস্তায় ফেলবে না। এই ছোট্ট কথাটিও আমাদের উৎসাহিত করল। দুপুর পর্যন্ত কাজ করার পর আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কারও মুখে বিরক্তি ছিল না। বরং সবাই

নিজেদের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। দিনের শেষে শিক্ষক আমাদের বললেন, সমাজের জন্য কাজ করার অভ্যাস মানুষের চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে। বাড়ি ফেরার সময় মনে হলো, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাটানো কয়েক ঘণ্টা আমাকে বইয়ের বাইরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে। সমাজের উন্নতিতে প্রত্যেক মানুষের কিছু দায়িত্ব আছে।

৭৪. রক্তদানের একটি মানবিক উদ্যোগে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

এক ব্যাগ রক্তের মূল্য

আমাদের কলেজে একবার একটি স্বেচ্ছায় রক্তদানের সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা ও মানবিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আমি নিজে রক্ত দেওয়ার বয়স ও শারীরিক যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করে সরাসরি রক্ত না দিয়ে কর্মসূচির ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করলাম। রক্তদাতাদের নাম নথিভুক্ত করা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গোছানো এবং অপেক্ষমাণ মানুষদের সহযোগিতা করার দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপর। একজন রক্তদাতা বললেন, তিনি আগে কখনো রক্ত দেননি। প্রথমে ভয় লাগলেও একজন অসুস্থ মানুষের প্রয়োজনের কথা ভেবে তিনি এগিয়ে এসেছেন। তাঁর কথাটি আমার মনে দাগ কাটল। চিকিৎসকেরা সবকিছু পরীক্ষা করে উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকেই রক্ত সংগ্রহ করছিলেন। পুরো আয়োজনটি ছিল সুশৃঙ্খল ও সচেতনভাবে পরিচালিত। সেখানে গিয়ে বুঝলাম, রক্তের কোনো বিকল্প তৈরি করা যায় না। একজন মানুষের স্বেচ্ছায় দেওয়া রক্ত অন্য একজন মানুষের কঠিন সময়ে কাজে লাগতে পারে। দিন শেষে আমরা জানতে পারলাম, বেশ কিছু রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সবাই যখন বাড়ি ফিরছিল, তখন আমার মনে এক ধরনের প্রশান্তি ছিল। সেই দিন উপলব্ধি করলাম, মানুষের জীবন রক্ষায় সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের গুরুত্ব কত গভীর।

৭৫. পথ হারানো একজন শিশুকে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

পথ হারানো শিশুটি

এক বিকেলে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার পাশে একটি ছোট শিশুকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তার চোখে ভয় ও অস্থিরতা ছিল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই সে কাঁদতে শুরু করল। ধীরে ধীরে জানতে পারলাম, পরিবারের সঙ্গে বাজারে এসে ভিড়ের মধ্যে সে আলাদা হয়ে গেছে। সে নিজের নাম বলতে পারছিল। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা ভালোভাবে বলতে পারছিল না। আমি তাকে শান্ত করলাম এবং বললাম, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কাছের একটি দোকানে গিয়ে কয়েকজন পরিচিত মানুষের সহায়তা নিলাম। পরে স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জানানো হলো। শিশুটির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার পরিবারের সন্ধান করা শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর একজন ব্যক্তি ছুটে এসে শিশুটির নাম ধরে ডাকলেন। শিশুটি তাঁকে দেখেই দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। বুঝতে পারলাম, তিনি শিশুটির বাবা। বাবা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখ মুছছিলেন। তিনি বারবার আমাদের ধন্যবাদ দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আনন্দের সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। বাড়ি ফেরার সময় সেই শিশুটির মুখের স্বস্তির কথা মনে পড়ছিল। সেদিন বুঝলাম, বিপদে পড়া একজন মানুষকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়া অনেক বড় মানবিক দায়িত্ব। ছোট্ট একটি সহযোগিতাও একটি পরিবারের উদ্বেগ দূর করতে পারে।

৭৬. বিপদে পড়ে অপরিস্রুত মানুষের সহযোগিতা পাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

বিপদের সময়

একদিন দূরের একটি এলাকায় যাওয়ার পথে আমার যানবাহনটি হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল। জায়গাটি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিস্রুত ছিল। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছিল। কী করা যায় বুঝতে পারছিলাম না। আশপাশে কয়েকজন মানুষ ছিলেন। তাঁদের একজন আমার সমস্যার কথা শুনে কাছের একটি মেরামতের দোকানের কথা বললেন। কিন্তু দোকানটি কিছুটা দূরে ছিল।

তিনি নিজেই আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। দোকানদার গাড়িটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় মেরামত করলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি নিশ্চিত হলেন যে আমার যাত্রা নিরাপদে শুরু হয়েছে। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালে তিনি বললেন, পথের বিপদে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াবে-এটাই স্বাভাবিক। তাঁর কথাটি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটল। তিনি আমাকে চিনতেন না। আমার কাছ থেকে কোনো প্রতিদানের আশাও করেননি। তবু নিজের সময় ব্যয় করে একজন অপরিচিত মানুষের বিপদ দূর করেছিলেন। সেদিনের অভিজ্ঞতা আমাকে মানুষের প্রতি বিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছে। এরপর থেকে আমিও সুযোগ পেলেই বিপদে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। কারণ অচেনা মানুষের একটি সহায়তা অনেক সময় সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকে।

৭৭. কোনো সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

সচেতনতার পথে

আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে একদিন একটি সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হলো। কর্মসূচির বিষয় ছিল পথচারীদের নিরাপদ চলাচল ও সড়ক ব্যবহারে দায়িত্বশীলতা। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কাজ শুরু করলেন। আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পেলাম। প্রথমে কিছুটা সংকোচ লাগছিল। অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলা সহজ ছিল না। কিন্তু কয়েকজন পথচারী আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথা শুনলেন। আমরা তাদের রাস্তা পারাপারের সময় সতর্ক থাকা, নির্ধারিত স্থান ব্যবহার করা এবং অন্যদের নিরাপত্তার কথা মনে রাখার অনুরোধ করলাম। একজন বৃদ্ধ বললেন, তরুণেরা এভাবে মানুষের সচেতনতার জন্য কাজ করলে সমাজ উপকৃত হবে। তাঁর কথায় আমরা উৎসাহ পেলাম। কয়েক ঘণ্টা কাজ করার পর বুঝলাম, সচেতনতা শুধু বক্তৃতা বা পোস্টারের বিষয় নয়। নিজের আচরণের মাধ্যমেও সচেতনতার উদাহরণ তৈরি করতে হয়। কর্মসূচি শেষে শিক্ষক আমাদের বললেন, সমাজের ভালো পরিবর্তন ছোট ছোট উদ্যোগ থেকেই শুরু হয়। সেদিনের অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ আরও দৃঢ় করেছিল। আমি উপলব্ধি করলাম, নিজের নিরাপত্তার পাশাপাশি অন্যের নিরাপত্তার কথাও ভাবা একজন সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব।

৭৮. পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকার

এক সকালে আমাদের কলেজের উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হলো। কলেজের আশপাশের রাস্তা ও একটি খেলার মাঠ পরিষ্কার করার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছিল। আমি বন্ধুদের সঙ্গে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলাম। প্রথমে জায়গাটি দেখে কিছুটা অবাক হলাম। এখানে-সেখানে কাগজ, প্লাস্টিক ও নানা ধরনের আবর্জনা পড়ে ছিল। আমরা দল ভাগ করে কাজ শুরু করলাম। কেউ আবর্জনা সংগ্রহ করল, কেউ সেগুলো নির্দিষ্ট স্থানে রাখল। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন স্থানীয় মানুষও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কাজ করতে করতে আমরা বুঝতে পারলাম, জায়গাটি নোংরা করার জন্য শুধু একজন দায়ী নয়। আমাদের অসচেতন অভ্যাসও এর জন্য দায়ী। একজন দোকানদার নিজের দোকানের সামনে একটি বুড়ি রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন, দোকানের সামনে ময়লা জমতে দেবেন না। কয়েক ঘণ্টা পর পুরো জায়গাটির চেহারা বদলে গেল। পরিষ্কার মাঠ দেখে শিশুদের আনন্দও বেড়ে গেল। আমরা সবাই ক্লান্ত ছিলাম, কিন্তু মনে ছিল তৃপ্তি। সেদিন বুঝলাম, পরিচ্ছন্নতা শুধু পরিচ্ছন্নতাকর্মীর দায়িত্ব নয়। নিজের চারপাশ পরিষ্কার রাখা প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব। সেই দিনের পর থেকে যেখানে-সেখানে ময়লা না ফেলার বিষয়ে আমি আরও সচেতন হয়েছি।

৭৯. একটি গাছ লাগিয়ে তার পরিচর্যার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

একটি গাছের গল্প

বর্ষার শুরুতে আমাদের কলেজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে গাছ লাগানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমিও একটি ছোট গাছ নিয়ে কলেজের নির্ধারিত জায়গায় গেলাম। মাটি প্রস্তুত করে গাছটি যত্ন করে রোপণ করলাম। প্রথম দিন গাছটির দিকে তাকিয়ে খুব ভালো লাগছিল। কিন্তু কয়েক দিন পর বুঝলাম, গাছ লাগানোই শেষ কথা নয়। নিয়মিত পানি দেওয়া এবং আগাছা পরিষ্কার করাও প্রয়োজন। তাই প্রতিদিন কলেজে গিয়ে কিছু সময় গাছটির পরিচর্যা করতে শুরু করলাম। কয়েক সপ্তাহ পর গাছটিতে নতুন পাতা দেখা দিল। সেই ছোট পাতাগুলো দেখে আমার মনে অদ্ভুত আনন্দ হলো। ধীরে ধীরে গাছটি বড় হতে লাগল। একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টির পর দেখি, গাছটি কিছুটা কাত হয়ে গেছে। আমি মাটি শক্ত করে দিয়ে তাকে সোজা করে দিলাম। কয়েক মাস পর গাছটি আগের চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠল। ছুটির দিনেও মাঝে মাঝে কলেজে গিয়ে গাছটির খবর নিতাম। একদিন গাছটির নিচে কয়েকজন শিক্ষার্থী বসে গল্প করছিল। তাদের দেখে মনে হলো, আমার লাগানো গাছটি এখন শুধু আমার নয়, সবার। তখন উপলব্ধি করলাম, একটি গাছ লাগানো মানে শুধু মাটিতে একটি চারা বসানো নয়। তার সঙ্গে ভবিষ্যতের ছায়া, বাতাস ও জীবনের একটি সম্পর্ক তৈরি করা। সেই গাছটির বেড়ে ওঠার সঙ্গে আমার নিজের দায়িত্ববোধও যেন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল।

অবশ্যই। আগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ৯০১০০ পর্যন্ত লিখছি। ভাষা সরল, মাধুর্যময় এবং এইচএসসি পরীক্ষার উপযোগী রাখছি।

৮০. পাহাড় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

পাহাড়ের কোলে

ছুটিতে পরিবারের সঙ্গে পাহাড়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। ভোরে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। শহর পেরিয়ে যখন পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করলাম, তখন চারপাশের দৃশ্য বদলে গেল। দূরে সবুজ পাহাড়, আঁকাবাঁকা পথ আর ঝরনার পানি দেখে মন ভরে গেল। পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি যখন ধীরে ধীরে ওপরে উঠছিল, তখন নিচের জনপদগুলো ছোট ছোট মনে হচ্ছিল। কোথাও পাহাড়ের ঢালে ঘরবাড়ি, কোথাও ঘন সবুজ বন। এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। সেখান থেকে দূরের পাহাড়গুলো খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। বাতাস ছিল নির্মল ও শীতল। স্থানীয় কয়েকজন মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও জানতে পারলাম। তারা পাহাড় ও প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে জীবনযাপন করেন। বিকেলের দিকে আমরা একটি ঝরনার কাছে গেলাম। পাহাড়ের বুক থেকে স্বচ্ছ পানি নেমে আসছিল। প্রকৃতির সেই দৃশ্য দেখে মনে হলো, বইয়ের পাতায় পড়া সৌন্দর্য যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার আগে ফিরে আসার সময় বারবার পেছনে তাকাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, পাহাড়ের সেই শান্ত পরিবেশ ছেড়ে আসতে ইচ্ছা করছে না। সেই ভ্রমণ আমাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি পাহাড়ি মানুষের জীবনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ দিয়েছিল। আজও পাহাড়ের সেই সবুজ দৃশ্য আমার মনে অমলিন হয়ে আছে।

৮১. একটি জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

ইতিহাসের মুখোমুখি

একদিন আমাদের কলেজ থেকে একটি জাদুঘর পরিদর্শনের আয়োজন করা হলো। শিক্ষকদের সঙ্গে আমরা সকালে সেখানে পৌঁছালাম। প্রবেশ করতেই বিভিন্ন সময়ের নানা নিদর্শন চোখে পড়ল। কোথাও পুরোনো মুদ্রা, কোথাও প্রাচীন ব্যবহার্য সামগ্রী, আবার কোথাও ঐতিহাসিক দলিল ও ছবি রাখা ছিল। প্রতিটি নিদর্শনের পাশে তার পরিচয় ও ইতিহাস সংক্ষেপে লেখা ছিল। আমরা একে একে বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে দেখলাম। দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক স্মৃতি সেখানে সংরক্ষিত ছিল। একটি পুরোনো নিদর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। এতদিন ইতিহাসের যেসব ঘটনা বইয়ে পড়েছি, সেগুলোর সঙ্গে যেন বাস্তবভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলাম। আমাদের শিক্ষক প্রতিটি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। একটি প্রদর্শনীতে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কিছু স্মারক দেখে আমার মনে গভীর অনুভূতি তৈরি হলো। মনে হলো, একটি জাতির ইতিহাস শুধু বইয়ের পাতায় থাকে না; মানুষের স্মৃতি ও বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্যেও তা বেঁচে থাকে। কয়েক ঘণ্টা পর আমরা জাদুঘর থেকে বের হলাম। সেদিনের পর ইতিহাসের বই পড়ার প্রতি আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা আমাকে নিজের দেশ ও অতীত সম্পর্কে আরও জানতে উৎসাহিত করেছে।

৮২. একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

ইতিহাসের সাক্ষী

একবার পরিবারের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। জায়গাটির নাম আগে বইয়ে পড়েছিলাম। তাই সেখানে যাওয়ার আগ্রহ ছিল অনেক দিনের। সকালে সেখানে পৌঁছে স্থাপনাটির বিশালতা দেখে মুগ্ধ হলাম। পুরোনো দেয়াল, স্থাপত্যের নকশা এবং চারপাশের পরিবেশে ইতিহাসের ছাপ স্পষ্ট ছিল। একজন স্থানীয় গাইড আমাদের স্থাপনাটির ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানালেন। তিনি বললেন, বহু বছর ধরে এটি দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নানা ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। আমরা ধীরে ধীরে পুরো জায়গাটি ঘুরে দেখলাম। পুরোনো স্থাপত্যের প্রতিটি অংশ যেন অতীতের কোনো না কোনো গল্প বলছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হলো, সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবন ও সমাজ কতটা পরিবর্তিত হয়েছে। অথচ ইতিহাসের কিছু স্মৃতি এখনও একইভাবে টিকে আছে। আমি কয়েকটি ছবি তুললাম এবং স্থাপনাটির ইতিহাস সম্পর্কে নোট করে রাখলাম। ফেরার পথে মনে হচ্ছিল, শুধু বই পড়ে ইতিহাস জানা আর ইতিহাসের সাক্ষী কোনো স্থানে গিয়ে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা এক নয়। ঐতিহাসিক স্থাপনাটি আমাকে অতীতকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ দিয়েছিল। সেই ভ্রমণের পর দেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্বও আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

৮৩. একটি বইমেলায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

বইয়ের ভুবনে

বই পড়ার প্রতি আমার আগ্রহ অনেক দিনের। তাই একবার বইমেলা গুরু হওয়ার খবর শুনে সেখানে যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। ছুটির দিনে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বইমেলায় গেলাম। প্রবেশ করতেই চারদিকে অসংখ্য বইয়ের স্টল চোখে পড়ল। বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের বই সাজিয়ে রেখেছিল। কোথাও গল্পের বই, কোথাও কবিতার বই, আবার কোথাও ইতিহাস, বিজ্ঞান ও জ্ঞানবিষয়ক বই। প্রতিটি স্টলের সামনে পাঠকদের ভিড় ছিল। আমরা এক স্টল থেকে আরেক স্টলে ঘুরে বই দেখছিলাম। পছন্দের কয়েকটি বই হাতে নিয়ে তাদের বিষয়বস্তু ও মূল্য সম্পর্কে জানলাম। একটি বইয়ের প্রচ্ছদ দেখে খুব ভালো লাগল। বইটি উল্টেপাল্টে দেখে কিনে ফেললাম। মেলায় অনেক লেখক ও পাঠকের সঙ্গে দেখা হলো। একটি আলোচনামঞ্চে লেখকের বক্তব্যও শুনলাম। সেখানে তিনি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলছিলেন। পুরো পরিবেশে বই ও জ্ঞানের প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখে আমার খুব ভালো লাগল। কয়েক ঘণ্টা পর হাতে কয়েকটি বই নিয়ে আমরা মেলা থেকে বের হলাম। বাড়ি ফিরে নতুন বইগুলোর পাতা উল্টাতে উল্টাতে মনে হলো, বইমেলা শুধু বই কেনার জায়গা নয়; এটি পাঠক, লেখক ও জ্ঞানপ্রেমী মানুষের মিলনস্থল। সেই বইমেলার অভিজ্ঞতা আমার পড়ার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৮৪. একটি নাট্যাভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

মঞ্চের আলোয়

কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একদিন একটি নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমিও নাটকটি দেখতে গেলাম। মিলনায়তনে প্রবেশ করে দেখি, দর্শকদের জন্য আসন সাজানো হয়েছে। মঞ্চে প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা তৈরি করা

হয়েছে। আলো নিভে যাওয়ার পর নাটক শুরু হলো। অভিনেতাদের অভিনয় ও সংলাপ খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। গল্পের বিভিন্ন ঘটনা আমাদের মনোযোগ ধরে রাখল। কখনো হাসির দৃশ্যে সবাই হেসে উঠছিল। আবার কোনো আবেগপূর্ণ দৃশ্যে পুরো মিলনায়তন নীরব হয়ে যাচ্ছিল। নাটকের মাধ্যমে মানুষের দায়িত্ব, সম্পর্ক ও নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়েছিল। অভিনয়ের পাশাপাশি মঞ্চসজ্জা ও আলোর ব্যবহারও আমার ভালো লেগেছিল। নাটক শেষ হওয়ার পর দর্শকেরা দীর্ঘ সময় হাততালি দিলেন। একজন শিক্ষক আমাদের বললেন, ভালো নাটক শুধু আনন্দ দেয় না, মানুষের চিন্তাভাবনাকেও সমৃদ্ধ করে। বাড়ি ফেরার পথে নাটকের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। প্রত্যেকে নিজের মতো করে গল্পটির অর্থ ব্যাখ্যা করছিল। সেদিন বুঝলাম, একটি সুন্দর নাট্যাভিনয় মানুষের মনে আনন্দের পাশাপাশি চিন্তারও খোরাক জোগাতে পারে। সেই নাটক দেখার অভিজ্ঞতা আমার সাংস্কৃতিক জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

৮৫. একটি শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

শিক্ষাসফরের দিন

আমাদের কলেজ থেকে একবার একটি শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হলো। নির্ধারিত দিনে খুব ভোরে আমরা কলেজে উপস্থিত হলাম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাস নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে রওনা হলো। পথে সবাই গান গাইল, গল্প করল এবং নানা ধরনের আনন্দ করল। কিছুক্ষণ পর আমরা নির্ধারিত স্থানে পৌঁছালাম। জায়গাটি ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমৃদ্ধ। শিক্ষক আমাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য দিলেন। আমরা দলবদ্ধভাবে পুরো এলাকা ঘুরে দেখলাম। কোথাও ছবি তুললাম, কোথাও প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। দুপুরে সবাই মিলে খাবার খেলাম। এরপর আমাদের একটি শিক্ষামূলক আলোচনায় অংশ নিতে হলো। সেখানে স্থানীয় ইতিহাস ও পরিবেশ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারলাম। বিকেলের দিকে ফেরার সময় সবাই কিছুটা ক্লান্ত হলেও আনন্দে ভরপুর ছিল। বাসে ফেরার সময় দিনের নানা ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলল। শিক্ষক বললেন, শ্রেণিকক্ষের পড়াশোনার পাশাপাশি বাস্তব পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেওয়াও জরুরি। কথাটি আমার মনে দাগ কাটল। সেদিন উপলব্ধি করলাম, শিক্ষাসফর শুধু আনন্দ ভ্রমণ নয়; এটি বইয়ের জ্ঞানকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করার একটি সুন্দর সুযোগ। সেই দিনটি আমার শিক্ষাজীবনের অমরীয় দিনগুলোর একটি হয়ে আছে।

৮৬. একটি গ্রন্থ প্রকাশের অনুষ্ঠানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

নতুন বইয়ের জন্য

আমাদের কলেজের একজন শিক্ষক একটি বই লিখেছিলেন। বইটির প্রকাশনা উপলক্ষে একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। শিক্ষক আমাদের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। নির্ধারিত দিনে আমরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। হলরুমে লেখক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন। মধ্যে সুন্দরভাবে বইটি সাজানো ছিল। অনুষ্ঠান শুরু হলে প্রথমে বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। বক্তারা লেখকের দীর্ঘ পরিশ্রম ও গবেষণার কথা তুলে ধরলেন। পরে লেখক নিজেও তাঁর বই লেখার অভিজ্ঞতা জানালেন। তিনি বললেন, একটি বই প্রকাশের পেছনে অনেক সময়, শ্রম ও অধ্যবসায় প্রয়োজন হয়। তাঁর কথাগুলো শুনে লেখালেখির প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে বইটির প্রকাশনা করা হলো। আমরা বইটি হাতে নিয়ে দেখলাম। প্রচ্ছদ ও ভেতরের লেখা দেখে ভালো লাগল। অনুষ্ঠানের শেষে লেখক কয়েকজন শিক্ষার্থীর বইয়ে স্বাক্ষর করে দিলেন। আমিও একটি বই সংগ্রহ করলাম। বাড়ি ফেরার সময় মনে হচ্ছিল, একজন মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা একটি বইয়ের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। সেদিনের অনুষ্ঠান আমাকে বই লেখার পরিশ্রম ও সৃষ্টিশীলতার মূল্য বুঝতে সাহায্য করেছিল।

৮৭. একজন গুণী মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

অনুপ্রেরণার সাক্ষাৎ

একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে একজন গুণী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ও সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য শোনার পর আমার খুব ভালো লাগল। বক্তব্য শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থী তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেল। আমিও সাহস করে তাঁর কাছে গেলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, জীবনে সফল হতে হলে একজন শিক্ষার্থীর কী করা উচিত। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, নিজের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে এবং নিয়মিত পরিশ্রম করতে হবে। তিনি আরও বললেন, শুধু নিজের সাফল্যের কথা ভাবলে হবে না; সমাজের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁর কথাগুলো খুব সহজ ছিল, কিন্তু গভীর অর্থ বহন করছিল। আমি তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, জীবনে অনেক বাধা এসেছিল, কিন্তু কোনো বাধাকেই শেষ কথা মনে করেননি। তাঁর কথায় আমি নতুন সাহস পেলাম। সাক্ষাৎটি খুব বেশি সময়ের ছিল না। তবু সেই অল্প সময়ের কথোপকথন আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সেদিন উপলব্ধি করলাম, একজন অভিজ্ঞ মানুষের কয়েকটি কথাও তরুণের জীবনে নতুন পথ দেখাতে পারে। সেই সাক্ষাৎ আমার জীবনে অনুপ্রেরণার একটি মূল্যবান স্মৃতি হয়ে আছে।

৮৮. পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে বহুদিন পর দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

বহুদিন পর

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। পরে তার পরিবার অন্য শহরে চলে যাওয়ায় আমাদের যোগাযোগ ধীরে ধীরে কমে যায়। কয়েক বছর পর একদিন হঠাৎ একটি অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথমে দুজনেই একে অপরকে চিনতে পারিনি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ পুরোনো দিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি তার নাম ধরে ডাকতেই সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর দুজনেই আনন্দে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানালাম। এত বছর পর দেখা হলেও মনে হলো, আমাদের বন্ধুত্ব যেন আগের জায়গাতেই আছে। আমরা স্কুলজীবনের নানা ঘটনা মনে করতে লাগলাম। পুরোনো শিক্ষক, খেলার মাঠ, পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং বন্ধুদের নানা কাণ্ড নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম। কখন যে সময় চলে গেল, বুঝতেই পারিনি। সে এখন অন্য শহরে পড়াশোনা করছে। আমিও নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। দুজনের জীবন অনেক বদলে গেছে। তবু পুরোনো স্মৃতিগুলো আমাদের আবার কাছাকাছি এনে দিল। বিদায়ের সময় আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাড়ি ফেরার পথে মনে হচ্ছিল, সময় মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে, কিন্তু আন্তরিক সম্পর্কের স্মৃতি সহজে মুছে যায় না। বহুদিন পর সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়া আমার জীবনের অন্যতম আনন্দের অভিজ্ঞতা হয়ে আছে।

৮৯. জীবনে প্রথমবার একা কোনো কাজে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

একা পথচলা

একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাকে একাই অন্য একটি শহরে যেতে হয়েছিল। এর আগে পরিবারের কাউকে ছাড়া এত দূরে যাইনি। তাই যাত্রার আগে কিছুটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। প্রয়োজনীয় ঠিকানা ও সময় আগেই লিখে রাখলাম। নির্ধারিত দিনে সকালে বাসে উঠলাম। প্রথমে অপরিচিত পরিবেশে কিছুটা অস্বস্তি লাগছিল। জানালার পাশে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে ভয় ধীরে ধীরে কমে গেল। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে আমাকে নিজেই ঠিকানা খুঁজে নিতে হলো। স্থানীয় একজনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছালাম। কাজ শেষ করার পর ফেরার পথও নিজেই ঠিক করতে হলো। এবার আর আগের মতো ভয় লাগছিল না। বরং মনে হচ্ছিল, নিজের কাজ নিজে করতে পারার মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস আছে। ফেরার সময় বাসে বসে দিনের অভিজ্ঞতাগুলো ভাবছিলাম। বুঝলাম, সবসময় অন্যের ওপর নির্ভর করলে নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায় না। তবে একা চলার সময় অবশ্যই সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখতে হয়। বাড়ি

ফিরে পরিবারের সদস্যদের সব ঘটনা বললাম। তারা আমার আত্মবিশ্বাস দেখে খুশি হলো। সেই দিনের অভিজ্ঞতা আমাকে আরও দায়িত্বশীল ও আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করেছে।

৯০. জীবনের একটি স্মরণীয় দিন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

স্মরণীয় সেই দিন

আমার জীবনে অনেক আনন্দের দিন এসেছে, কিন্তু একটি দিন আজও বিশেষভাবে মনে আছে। সেদিন কলেজের একটি প্রতিযোগিতায় আমি অংশ নিয়েছিলাম। কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রস্তুতি নেওয়ার পর প্রতিযোগিতার দিন সকালে কলেজে গেলাম। শুরুতে কিছুটা নার্ভাস লাগছিল। প্রতিযোগিতা শুরু হলে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করলাম। অন্য প্রতিযোগীরাও খুব ভালো করছিল। তাই ফল কী হবে, তা নিয়ে কোনো ধারণা ছিল না। অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার ঘোষণার সময় সবাই নীরবে অপেক্ষা করছিল। তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্থান ঘোষণার পরও আমার নাম শোনা গেল না। শেষ পর্যন্ত প্রথম স্থান হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করা হলো। মুহূর্তের জন্য আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। শিক্ষক ও বন্ধুরা আমাকে অভিনন্দন জানালেন। পুরস্কার হাতে নেওয়ার সময় কয়েক সপ্তাহের পরিশ্রমের কথা মনে পড়ল। বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের খবরটি জানালে তারাও খুব আনন্দিত হলো। তবে সেদিনের সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল নিজের ওপর বিশ্বাস তৈরি হওয়া। বুঝলাম, সাফল্যের পেছনে প্রতিভার পাশাপাশি নিয়মিত পরিশ্রম, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসও প্রয়োজন। সেই দিনটি আমাকে শুধু একটি পুরস্কার দেয়নি; নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে নতুন বিশ্বাসও দিয়েছে। তাই জীবনের বহু দিনের ভিড়ে সেই দিনটি আজও আমার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

